গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ই-গভর্নেন্স শাখা
www.cabinet.gov.bd

# ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো-সংক্রান্ত কমিটির চতুর্থ সভার কার্যবিবরণী

| | | |
|---|---|---|
| তারিখ ও সময় | : | ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৫, সকাল ৯:০০ টা। |
| স্থান | : | সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অফিস কক্ষ। |
| সভাপতি | : | জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। |
| উপস্থিতির তালিকা | : | পরিশিষ্ট "ক"। |

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখের সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করা হয়। অত:পর ডিএলএমএস (ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, জনাব জিল্লুর রহমান, এনডিসি বলেন যে, কার্যবিবরণীর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের চতুর্থ নম্বর লাইনে এসএ ও আরএস জরিপের রেকর্ড স্ক্যান করে সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। এই লাইনে এস এ শব্দের পূর্বে 'সি এস' এবং জরিপের রেকর্ড শব্দের পরে 'ও মৌজা ম্যাপসমূহ" শব্দগুলি সংযোজন করা প্রয়োজন। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের পরিচালক (ভূমি রেকর্ড) জনাব ফায়েকুজ্জামান চৌধুরী বলেন যে, কার্যবিবরণীর অষ্টম অনুচ্ছেদের শেষ লাইনে 'একসেস টু ল্যান্ড প্রকল্পে জিও-রেফারেন্সিং-এর ব্যবস্থা না থাকায় ডিজিটাল সার্ভের মাধ্যমে নির্ভুল মৌজা ম্যাপ প্রণয়ন সম্ভব নয়' শব্দসমূহ 'ডিএলএমএস প্রকল্পে জিও-রেফারেন্সিং না থাকায় নির্ভুল মৌজা ম্যাপ প্রণয়ন সম্ভব নয়' দ্বারা প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন। উক্ত সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং কার্যবিবরণীটি সংশোধনীসহ গৃহীত হয়।

০২। ভূমি জরিপ, ভূমি রেজিস্ট্রেশন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয়কল্পে সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য গঠিত উপ-কমিটির আহবায়ক জনাব মোঃ শামসুল আলম, প্রকল্প পরিচালক, এটুএল প্রকল্প বলেন যে, উপ-কমিটি গঠন-সংক্রান্ত দ্বিতীয় সভার কার্যবিবরণী বিলম্বে পাওয়ায় এবং সদস্যদের নাম বা পদবি সুনির্দিষ্ট না থাকায়, মূল কমিটির সভার উপস্থিতির তালিকা দেখে উপ-কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ই-মেইল ও মোবাইলে যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু কেউ উপ-কমিটির সভায় উপস্থিত হন নি। তিনি মূল কমিটিতে বিভিন্ন সংস্থার সুনির্দিষ্ট প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন।

০৩। জনাব পুন্যব্রত চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ডিজিটাল প্রকল্পসমূহের কাজ সমন্বয়ের লক্ষ্যে গঠিত উপ-কমিটির আহবায়ক বলেন যে, ১৬/০৯/২০১৫ তারিখে উপ-কমিটির সভায় ডিএলআরএস ও এটুআই এর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন প্রকল্পের সফট্ওয়্যার ও ডিজিটাল ম্যাপ প্রণয়ন কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে গঠিত উপ-কমিটিতে ডিএলএমএস ও এটুএল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ, ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপপ্রধান ও প্রোগ্রামারকে অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি চান। তিনি বলেন যে, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে যে সকল জেলার আরএস রেকর্ডের ডিজিটাল কপি আছে সে সকল ডিজিটাল কপি সংশ্লিষ্ট জেলায় প্রেরণের অনুরোধ করা যেতে পারে। এতে উক্ত রেকর্ডসমূহের জন্য নতুন করে ডাটা এন্ট্রির প্রয়োজন হবে না এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রায় ২৬ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। তিনি আরও বলেন যে, প্রস্তাবিত EDCF (Economic Development and Co-operation Fund) প্রকল্পে যে সফট্ওয়্যার তৈরি করা হবে তা ভূমি-সংক্রান্ত অন্যান্য প্রকল্পের সফট্ওয়্যারের সঙ্গে যাতে আন্তচলমান (interoperable) হয় সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি পরবর্তী সভায় তাঁর উপকমিটির পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা উপস্থাপন করতে পারবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভাপতি তাঁকে প্রস্তাবিত সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করে কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেন।

০৪। ড. মোঃ আব্দুল মান্নান, উপসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, কমিটির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের স্বার্থে ভূমি-সংক্রান্ত আইসিটিভিত্তিক উদ্যোগসমূহের কারিগরি বিষয়সমূহ সমন্বয়ে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে তথ্য-প্রযুক্তি কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন যে, সহকারী কমিশনারগণ (ভূমি) মাঠ পর্যায়ে নামজারির ক্ষেত্রে ইতঃপূর্বে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। নামজারির আবেদনকারীগণকে এসএমএস দিয়ে মামলার তারিখ অবহিতকরণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্পে এটুআই-এর ইনোভেশন ফান্ড অর্থায়ন করেছে। এ কমিটি গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে LISF-এ ভূমি-সংক্রান্ত সকল ই-সার্ভিসকে একই মঞ্চে নিয়ে এসে সুষ্ঠুভাবে সমন্বয় করা। বর্তমানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের দুটি প্রকল্পে নামজারি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পাশাপাশি ভূমি সংস্কার বোর্ডও নামজারি নিয়ে একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অপরদিকে এটুআই নামজারি-সংক্রান্ত একটি সফট্ওয়্যার তৈরির কাজ প্রায় সম্পন্ন করেছে। এ সকল ভিন্ন ভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় ও LISF-এ অন্তর্ভুক্ত করার নিমিত্ত কোন্ সফট্ওয়্যারটি উপযুক্ত তা নির্ধারণের জন্য একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। তিনি বলেন যে, এ টেকনিক্যাল কমিটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থার ভূমি-সংক্রান্ত ইলেকট্রনিক সিস্টেমের মধ্যে আন্তচলমানতা (interoperability) নিশ্চিত করে LISF-এ একীভূতকরণসহ কারিগরি বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারে। ইলেকট্রনিক নামজারির ক্ষেত্রে এটুআই তৈরিকৃত সিস্টেমটি ভূমি সংস্কার বোর্ড মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দিতে পারে।

০৫। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), জনাব সুশান্ত কুমার সাহা বলেন যে, আইসিটি বিভাগের ভূমি-সংক্রান্ত নিজস্ব কোন উদ্যোগ নেই, তবে কানেকটিভিটি বা ডাটা সেন্টারের বিষয়ে কোন সহযোগিতার প্রয়োজন হলে তাঁর বিভাগ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। তিনি বলেন যে, ই-সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রচলন করা প্রয়োজন। তিনি ই-সার্ভিসসমূহকে একটি লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক-এর মধ্যে আনয়নের জন্য আইন প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। আইসিটি-নির্ভর উদ্যোগসমূহ গ্রহণ ও এর মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং অধিক্রমণ (overlapping) রোধে আইসিটি বিভাগের মতামত গ্রহণ করার বিষয়ে জারিকৃত পরিপত্রের বিষয়টি তিনি সভায় অবহিত করেন।

০৬। সভাপতি জানান যে, আইসিটি-সংক্রান্ত যে কোন উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে আইসিটি বিভাগের মতামত গ্রহণের বিষয়ে সচিব কমিটির সভায় আলোচনা হয়েছে। ইতোমধ্যে ভূমিসেবা বিষয়ক বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যেগুলির সমন্বয় করা প্রয়োজন। তা ছাড়া, ভূমির ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা, জরিপ ও রেজিস্ট্রেশন দপ্তরের মধ্যে ভার্চুয়াল সমন্বয়েরও প্রয়োজন। তিনি টেকনিক্যাল কমিটি গঠনের বিষয়ে মতামত আহবান করলে আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব সুশান্ত কুমার সাহা বলেন যে, কমিটির সংখ্যা বেশি হলে কাজে জটিলতা তৈরি হয়। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), ভূমি মন্ত্রণালয় বলেন যে, এটুআই-এর তথ্য-প্রযুক্তি কর্মকর্তাগণ যেহেতু বর্তমান ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করছেন সেহেতু এই কমিটি গঠন না করেও অগ্রসর হওয়া সম্ভব।

০৭। ভূমি সংস্কার বোর্ডের প্রতিনিধি জনাব আহসান কবীর, ডিএলআরসি, ঢাকা বিভাগ বলেন যে, ভূমি সংস্কার বোর্ডের পক্ষ হতে কাগজবিহীন ভূমি ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। একটি সফট্ওয়্যার কোম্পানির মাধ্যমে এ-সংক্রান্ত সফট্ওয়্যার তৈরির কাজ প্রায় ৬০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। সফট্ওয়্যারটি তৈরি হলে এ কমিটিতে উপস্থাপন করা হবে। এ সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে অনলাইনে কাগজবিহীন পদ্ধতিতে নামজারি, খাসজমি বন্দোবস্ত ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

০৮। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব নরেন দাস বলেন যে, ভূমি-সংক্রান্ত আইসিটিভিত্তিক সকল উদ্যোগই প্রশংসনীয়, তবে উদ্যোগসমূহ আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে বাস্তবায়ন সহজতর হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

০৯। ভূমি আপীল বোর্ডের সিনিয়র সহকারী সচিব, জনাব মোঃ মাহমুদ হাসান বলেন যে, ভূমি আপীল বোর্ড কর্তৃক গত অর্থ বছরে 'Development of Web-based Land Appeal Case Management Application

System and Digital Library for Land Appeal Board' শিরোনামে প্রকল্পের মাধ্যমে একটি সফট্ওয়্যার তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে নাগরিকগণ ভূমি আপীল বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে আপিল মামলার বর্তমান অবস্থা, কজ লিস্ট, মামলার সর্বশেষ অবস্থা, পুরাতন মামলার স্ক্যানড্ কপি ইত্যাদি দেখতে পারেন।

১০। ডিএলএমএস প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, জনাব জিল্লুর রহমান, এনডিসি বলেন যে, ডিএলএমএস প্রকল্পের ডাটাসেন্টারের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষের দিকে। পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হবে। প্রকল্পটির ডাটা রিকভারি সেন্টার হবে বিসিসি। তিনি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব, জনাব সুশান্ত কুমার সাহা জানান যে, বিসিসিতে ডিএলএমএস প্রকল্পের ডাটা রিকভারি সেন্টারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১। আইন ও বিচার বিভাগের উপসচিব বেগম উম্মে কুলসুম বলেন যে, ডিজিটাল পদ্ধতিতে নামজারি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হলে কার্যক্রমটিকে একটি লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর আওতায় আনয়নের বিষয়টি বিবেচনা করা যায়। সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতি চালু না হওয়া পর্যন্ত ম্যানুয়াল পদ্ধতিও চালু রাখা যায়।

১২। ড. মো: আব্দুল মান্নান, উপসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বলেন যে, যে সকল দপ্তর ভূমি-সেবা নিয়ে কাজ করছে তাদের ই-সার্ভিস তৈরি না হওয়া পর্যন্ত নাগরিকগণ কর্তৃক ই-মেইলে প্রেরিত আবেদনের ভিত্তিতে যাতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

১৩। সভাপতি, ভূমি-সংক্রান্ত আইসিটিভিত্তিক উদ্যোগসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকল্পে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি উপ-কমিটিসমূহকে সভা করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।

১৪। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত-১: উপ-কমিটিসমূহ প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

সিদ্ধান্ত-২: ভূমি সংস্কার বোর্ড ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ, এটুআই এবং আইসিটি বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে LISF-এ অঙ্গীভূত করার উপযোগী ইলেকট্রনিক নামজারি পদ্ধতি তৈরির বিষয়ে সমন্বয় করবে।

সিদ্ধান্ত-৩: যে সকল দপ্তর ভূমি-সেবা প্রদান করছে উক্ত দপ্তরসমূহের ভূমি-সেবা ই-সেবায় রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত নাগরিকগণ কর্তৃক ই-মেইলে প্রেরিত আবেদন গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত-৪: উপ-কমিটিসমূহ তাদের কার্যপরিধি অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবে।

১৫। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৯/১১/২০১৬

(মো: নজরুল ইসলাম)
সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।